গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১.	ভূমিকা	১
২.	সংজ্ঞাসমূহ	১
৩.	জাতীয় পোল্ট্রিনীতির উদ্দেশ্যাবলী	২
৪.	জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতির প্রয়োগ ও পরিধি	২
৫.	পোল্ট্রিনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রসমূহ	৩
৬.	পোল্ট্রিনীতির বাস্তবায়ন কৌশল	৩
৭.	উদ্যোক্তা উন্নয়ন	৬
৮.	সম্প্রসারণ	৮
৯.	মাননিয়ন্ত্রণ	১১
১০.	বিবিধ	১১

১.০ ভূমিকা

১.১ পোল্ট্রি বলতে বুঝায় পাখি জাতীয় যে সকল প্রজাতি মানুষের তত্ত্বাবধানে থেকে বংশ বৃদ্ধি করে এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে যেমনঃ হাঁস, মুরগি, কোয়েল, কবুতর, টার্কি ইত্যাদি। পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়ন বলতে পোল্ট্রি ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা বা বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়নকে বুঝায়।

১.২ বাংলাদেশের পোল্ট্রি পালন পদ্ধতি প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। একটি হল ঐতিহ্যগতভাবে পরিচালিত পারিবারিক পদ্ধতি এবং অন্যটি বাণিজ্যিক পোল্ট্রি পালন পদ্ধতি। গ্রামীণ এলাকায় প্রায় ৮০ ভাগ বাড়িতে পারিবারিক পদ্ধতিতে হাঁস ও মুরগি পালন করা হয়। বাংলাদেশে আবহাওয়া উপযোগী উন্নত কৌলিক মানের পোল্ট্রির জাত উন্নয়নে পারিবারিক পোল্ট্রির কৌলিক বৈশিষ্ট্য (Genetic trait) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১.৩ বর্তমানে দেশে মোট পোল্ট্রির সংখ্যা প্রায় ২৪৬ মিলিয়ন। ডিম উৎপাদনে বাণিজ্যিক ও পারিবারিক খামারের অনুপাত প্রায় সমান সমান এবং মাংস উৎপাদনে বাণিজ্যিক ও পারিবারিক খামারের অনুপাত প্রায় ৬০ঃ৪০। পোল্ট্রি শিল্পটি কম পুঁজি নির্ভর ও অধিক শ্রমঘন হওয়ায় দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পোল্ট্রি শিল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা এবং শুধুমাত্র বাণিজ্যিক পোল্ট্রিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৫০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং পোল্ট্রির উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাণিজ্যিক ও পারিবারিক পোল্ট্রি সমান গুরুত্ব বহন করে। সরকারের ভূমিকা মূলতঃ মান উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সেবা, প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ ও গবেষণা কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ থাকবে। পোল্ট্রি উন্নয়নে বেসরকারি খাত মুখ্য ভূমিকা পালন করবে এবং সরকার সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করবে।

১.৪ বাংলাদেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়নে পারিবারিক পোল্ট্রির কৌলিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ, বাজার সৃষ্টি, পোল্ট্রির স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির পূর্বশর্ত হিসেবে একটি উন্নয়ন-বান্ধব পোল্ট্রি নীতি প্রয়োজন। এতদুদ্দেশ্যে সরকার জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা, ২০০৮ প্রণয়ন করছে।

২.০ সংজ্ঞাসমূহ

২.১ **পারিবারিক পোল্টি ঃ** পারিবারিক পোল্ট্রি বলতে উন্মুক্ত (Scavenging) বা অর্ধ-উন্মুক্ত (Semi-scavenging) অবস্থায় পরিবারের সদস্যদের শ্রমের মাধ্যমে পালিত পোল্ট্রিকে বুঝায়, যা পরিবারের আয় ও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

২.২ **বাণিজ্যিক পোল্ট্রি ঃ** বাণিজ্যিক পোল্ট্রি বলতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় মেঝেতে (Floor) অথবা খাঁচায় (Cage) প্রতিপালিত অধিক উৎপাদনশীল (ডিম ও মাংস) বাণিজ্যিক প্রজাতির পোল্ট্রিকে বুঝায়। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ১০০ বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক পোল্ট্রি পালন বাণিজ্যিক পোল্ট্রি হিসেবে গণ্য হবে।

২.৩ **অর্গানিক পোল্ট্রি ঃ** খামারে কীটনাশক, এন্টিবায়োটিক, হরমোন, Growth Promoter/ Feed additives বা অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার ব্যতিরেকে ক্লেশ ও পীড়নমুক্ত পরিবেশে জৈব খাদ্যে (Genetically Modified Organism ব্যতিত) প্রতিপালিত খামারের পোল্ট্রিকে অর্গানিক পোল্ট্রি বুঝাবে।

৩.০ জাতীয় পোল্ট্রি নীতির উদ্দেশ্যাবলী

৩.১ উৎপাদন ঃ

৩.১.১ প্রাণীজ আমিষের জাতীয় চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যাদির বিশেষতঃ ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি;

৩.১.২ স্বাস্থ্যসম্মত এবং মানসম্মত ডিম, মাংস ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যাদির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি;

৩.১.৩ পর্যায়ক্রমে পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন;

৩.১.৪ বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী উন্নত কৌলিক মানের পোল্ট্রি জাত উন্নয়ন/ উদ্ভাবন;

৩.২ উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঃ

৩.২.১ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

৩.২.২ কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষী, বেকার যুবক, দুঃস্থ মহিলাদের পোল্ট্রি পালনে উদ্বুদ্ধ করা এবং সুযোগ সৃষ্টি ও পোল্ট্রি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা;

৩.২.৩ সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভাসহ সকল বাজারে জীবন্ত মুরগির বিক্রয় স্থলের (Live bird market) জীব নিরাপত্তা উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি;

৩.২.৪ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যাদির বাজার সৃষ্টি এবং রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন;

৩.২.৫ জীব নিরাপত্তা নিশ্চিত করতঃ উপযুক্ত স্থানে পরিবেশ-বান্ধব খামার স্থাপন;

৩.২.৬ পোল্ট্রি খাতে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি;

৩.২.৭ পোল্ট্রি খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;

৩.৩ সম্প্রসারণ ঃ

৩.৩.১ পোল্ট্রির বাচ্চা, খাদ্য, ঔষধ ও টিকার মান নিয়ন্ত্রণ;

৩.৩.২ পোল্ট্রি খাতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ;

৩.৩.৩ পোল্ট্রি স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ;

৩.৩.৪ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টি;

৩.৩.৫ পোল্ট্রি মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান; এবং

৩.৩.৬ পোল্ট্রির উন্নয়নের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি।

৪.০ জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতির প্রয়োগ ও পরিধি

পোল্ট্রি সম্পদ উন্নয়ন, উৎপাদন ও সংরক্ষণ, আমদানি-রপ্তানি বা পোল্ট্রি সম্পর্কীয় ব্যবসার সাথে জড়িত বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে অবস্থানকারী, সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও ব্যক্তি জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতির আওতাভুক্ত হবে।

৫.০ পোল্ট্রি নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রসমূহ

৫.১ উৎপাদন

৫.১.১ পোল্ট্রি উৎপাদন;

৫.১.২ পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদন;

৫.২ উদ্যোক্তা উন্নয়ন

৫.২.১ দারিদ্র বিমোচন;

৫.২.২ পুঁজি বিনিয়োগ, ঋণ ও বীমা ব্যবস্থাপনা;

৫.২.৩ বিপণন ব্যবস্থাপনা;

৫.২.৪ পোল্ট্রি জাত দ্রব্যাদি প্রক্রিয়াজাত ও রপ্তানি;

৫.৩ সম্প্রসারণ

৫.৩.১ পোল্ট্রি চিকিৎসা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ;

৫.৩.২ মানবসম্পদ উন্নয়ন;

৫.৩.৩ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন;

৫.৩.৪ পোল্ট্রি গবেষণা;

৫.৩.৫ রেজিস্ট্রেশন প্রদান;

৫.৪ মাননিয়ন্ত্রণ

৫.৪.১ পোল্ট্রি বাচ্চা;

৫.৪.২ পোল্ট্রি খাদ্য;

৫.৪.৩ মাংস ও ডিম;

৫.৪.৪ পোল্ট্রি টীকা ও ঔষধ।

৬.০ পোল্ট্রি নীতির বাস্তবায়ন কৌশল

৬.১ পোল্ট্রি উৎপাদন

৬.১.১ বাণিজ্যিক পোল্ট্রিপালন।

৬.১.১.১ বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের শর্তাবলীঃ

(ক) বাণিজ্যিক খামার ঘনবসতি এলাকা এবং শহরের বাইরে স্থাপন করতে হবে;

(খ) একটি বাণিজ্যিক খামার থেকে আরেকটি খামারের দূরত্ব ন্যূনতম ২০০ মিটার হতে হবে;

(গ) ব্রিডিং খামারের পারস্পরিক দূরত্ব ন্যূনতম ৫ কিলোমিটার হতে হবে;

(ঘ) গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক (Grand Parent Stock) ও প্যারেন্ট স্টক (Parent Stock) খামার লোকালয়ের বাইরে স্থাপন করতে হবে এবং উভয় শ্রেণীর খামারের ২ কিলোমিটারের মধ্যে কোন প্যারেন্ট স্টক/বাণিজ্যিক খামার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক (Grand Parent Stock) ও প্যারেন্ট স্টক (Parent Stock) খামার স্থাপনের পূর্বে পশুসম্পদ অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে;

(ঙ) খামার ও হ্যাচারি স্থাপন পরিকল্পনায় উন্নত জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থার উল্লেখ থাকতে হবে;

(চ) খামার ও হ্যাচারি পরিকল্পনায় বর্জ্য স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অপসারণ (disposal) এর ব্যবস্থা থাকতে হবে; এবং

(ছ) খামার ও হ্যাচারির জন্য নির্ধারিত স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত বর্জ্য অপসারণ এর জন্য প্রয়োজনীয় স্থানের সংস্থান থাকতে হবে।

৬.১.২ পারিবারিক পোল্ট্রি পালন

৬.১.২.১ পারিবারিক খামারের উৎপাদনশীতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে প্রচলিত উপযুক্ত জাতের পোল্ট্রির সঙ্গে শংকরায়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীল জাত সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে এবং পশুসম্পদ অধিদপ্তরের বিদ্যমান সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করা হবে;

৬.১.২.২ পোল্ট্রির জীব বৈচিত্র্য রক্ষা, দেশীয় জাতের উন্নয়ন ও বৈরী পরিবেশে পালন উপযোগী জাত সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশী জাতের মুরগির কৌলিক গুণাগুণ (Genetic potentiality) সংরক্ষণকরতঃ গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হবে;

৬.১.২.৩ উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে প্রয়োগ উপযোগী পোল্ট্রি পালনের টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রদর্শনী (Demonstration) এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খামার পর্যায়ে হস্তান্তর/সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে;

৬.১.২.৪ সরকারি খামারে উন্নত জাতের হাঁস উৎপাদনের মাধ্যমে খামারিদের মাঝে বিতরণের কার্যক্রম জোরদার করাসহ বেসরকারি খাতে এ ধরনের উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান করা হবে;

৬.১.২.৫ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য মিশ্র খামার বিশেষ করে হাঁস ও মুরগী একসাথে পালন নিরুৎসাহিত করা হবে; এবং

৬.১.২.৬ পারিবারিক পর্যায়ে পোল্ট্রি পালনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে এবং এ বিষয়ে খামারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.২ পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদন ও আমদানি

৬.২.১ ভূট্টা ও সয়াবিন উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৬.২.২ পোল্ট্রি ফিডের অন্যতম উপাদান সয়াবিন মিল (Soyabean Meal) এর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে দেশে সয়াবিন তৈলবীজ আমদানী ও Soyabean Oil Extraction Mill স্থাপনের উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান করা হবে;

৬.২.৩ স্থানীয়ভাবে খাদ্য উপাদান থেকে সুলভ মূল্যে পুষ্টিকর, সহজলভ্য ও সুষম পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদনে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হবে;

৬.২.৪ পোল্ট্রি খাদ্যের উৎপাদন, চাহিদা ও অন্যান্য তথ্য সমৃদ্ধ একটি ডাটাবেজ পশুসম্পদ অধিদপ্তরে প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং ডাটাবেজের তথ্য বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রকাশ করা হবে। উদ্যোক্তা ও খামারিকে চাহিদামাফিক প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহায়তা করা হবে;

৬.২.৫ স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য বিশ্লেষণ (Feed analysis) সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে। পশুসম্পদ অধিদপ্তর এর অধীন পশুপুষ্টি গবেষণাগার পোল্ট্রি খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য Nutrition Reference Laboratory হিসেবে কাজ করবে এবং এ জন্য দক্ষ জনশক্তি নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৬.২.৬ অপ্রচলিত খাদ্য উপাদানকে পোল্ট্রি খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার যে কোন গবেষণাকে উৎসাহিত করা হবে ;

৬.২.৭ রোমন্থক প্রাণীর (Ruminant) খাদ্য হিসেবে হাড়ের গুড়া (Bone meal) ও মিট মিল (Meat meal) এর ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় Bone meal, Meat meal এবং Meat and Bone Meal দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্রোটিন কনসেনট্রেট আমদানির ক্ষেত্রে উৎস প্রাণীর নামসহ রপ্তানিকারক দেশের ভেটেরিনারি কর্তৃপক্ষের নিকট হতে "উৎপাদিত পণ্য কোন ভাবেই Transmibbible Spongiform Encephalopathy (TSE) দ্বারা সংক্রামিত নয়" মর্মে প্রত্যায়নপত্র দাখিল করতে হবে;

৬.২.৮ শুকরের Bone meal এবং Meat meal আমদানি নিষিদ্ধ থাকবে; এবং

৬.২.৯ ট্যানারি শিল্পের বর্জ্য দিয়ে উৎপাদিত মিট এন্ড বোন মিল/প্রোটিন মিল পোল্ট্রি খাদ্যের উপযোগী নয় বিধায় তা উৎপাদন করা যাবে না।

৭.০ **উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঃ** পোল্ট্রি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার দারিদ্র বিমোচন,পুঁজি বিনিয়োগ, ঋণ ও বীমা ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থাপনায় প্রণোদনামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

৭.১ দারিদ্র বিমোচন

৭.১.১ দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র বাস্তবায়নে পোল্ট্রিকে অন্যতম মাধ্যম (Tool) হিসাবে ব্যবহার করা হবে;

৭.১.২ প্রান্তিক এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পারিবারিক পর্যায়ে লাগসই ক্ষুদ্র পোল্ট্রি খামারের মডেল তৈরীর জন্য কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে; এবং

৭.১.৩ প্রান্তিক এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পারিবারিক পর্যায়ে পোল্ট্রি পালনে পশুসম্পদ অধিদপ্তর কারিগরী সহায়তা ও সেবা প্রদান করবে।

৭.২ পুঁজি বিনিয়োগ, ঋণ ও বীমা ব্যবস্থাপনা

৭.২.১ পোল্ট্রি খাতে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিলের বর্তমান রেয়াতি হার যৌক্তিক সময় পর্যন্ত অব্যাহত রাখা হবে;

৭.২.২ বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামারের ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি বীমা কোম্পানীর মাধ্যমে বীমা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৭.২.৩ পোল্ট্রি উৎপাদনকারী খামারীদের নিকট উপকরণ সহজলভ্য করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে হ্যাচারি/ব্রিডিং খামার স্থাপন, পোল্ট্রিজাত দ্রব্য পরিবহন ও সংরক্ষণ এবং পোল্ট্রি চিকিৎসায় ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি উৎপাদনে ও পোল্ট্রি খামারে ব্যবহৃত সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি স্থানীয়ভাবে তৈরিতে বেসরকারি উদ্যোক্তাকে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা হবে;

৭.২.৪ বিদ্যমান কর অবকাশের সুবিধা যৌক্তিক সময় পর্যন্ত অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে; এবং

৭.২.৫ পোল্ট্রি শিল্পকে প্রাণীজ কৃষি খাত (Animal Agriculture) হিসেবে গণ্য করে সকল ক্ষেত্রে শস্য খাতের (Crop Agriculture) অনুরূপ সুযোগ সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হবে।

৭.৩ বিপণন ব্যবস্থাপনা

৭.৩.১ বিপণনের সুবিধার্থে খামারীদের সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে উৎসাহ ও সহায়তা দেয়া হবে;

৭.৩.২ পোল্ট্রি প্রোডাক্ট প্রক্রিয়াজাতকরণে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা হবে;

৭.৩.৩ পোল্ট্রি উৎপাদনের উপকরণসহ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি প্রোডাক্টের বর্তমান বাজার মূল্য, চাহিদা ও সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য প্রবাহে পশুসম্পদ অধিদপ্তর সহায়তা প্রদান করবে, এ লক্ষ্যে পশুসম্পদ অধিদপ্তরে বিপণন সহায়তা শাখা (Poultry marketing support service) প্রতিষ্ঠা করা হবে;

৭.৩.৪ পোল্ট্রি সামগ্রী বিপণনে মধ্যসত্বভোগীদের প্রভাব হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিতব্য কৃষি বাজারের অংগ হিসেবে স্বাস্থ্যসম্মত পোল্ট্রিবাজার অন্তর্ভুক্ত করা হবে;

৭.৩.৫ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি সংশ্লিষ্ট উপকরণের সঠিক চাহিদা নিরুপণ, বাজার ব্যবস্থার অসংগতিসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৭.৩.৬ পোল্ট্রি শিল্পকে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পোল্ট্রি পুষ্টি সামগ্রী উৎপাদন, পোল্ট্রি শিল্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্রের কাঁচামাল ও প্রস্তুতকৃত ঔষধের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর যৌক্তিকভাবে নির্ধারণের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৭.৩.৭ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি প্রোডাক্ট জনসাধারণের মাঝে জনপ্রিয় করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচার জোরদার করা হবে;

৭.৩.৮ পশুসম্পদ অধিদপ্তর ও পোল্ট্রি শিল্পে সংশ্লিষ্ট সমিতির মাধ্যমে মানসম্মত বাচ্চার বৈশিষ্ট্যসমূহ সাধারণ খামারীদের অবহিত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৭.৩.৯ কাঁচা বাজারের জীব নিরাপত্তা উন্নয়ন, পোল্ট্রি বিপণন, সংরক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন) এ ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ নেবে। এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হবে;

৭.৩.১০ পোল্ট্রিজাত পণ্য ও খাবার তৈরীর কারখানা, বিক্রয় কেন্দ্রের ট্রেড লাইসেন্স প্রদানে সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের ভেটেরিনারিয়ান এবং অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তার মতামত ও স্বাস্থ্যগত সনদ গ্রহণ করতে হবে; এবং

৭.৩.১১ রোগ বিস্তার ও জীব নিরাপত্তার স্বার্থে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা এলাকায় জীবিত হাঁস-মুরগি বিক্রয় নিরুৎসাহিত করা হবে এবং কোল্ড চেইনের মাধ্যমে ড্রেসড্ পোল্ট্রি বিক্রি উৎসাহিত করা হবে।

৭.৪ পোল্ট্রিজাত দ্রব্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানি

৭.৪.১ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যাদি প্রক্রিয়াজাত, রপ্তানির বিষয়ে সরকার কর্তৃক পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করে উৎসাহিত করা হবে এবং মানসম্পন্ন পোল্ট্রিজাত সামগ্রী রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৭.৪.২ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্য রপ্তানিতে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ মিশনসহ অন্যান্য ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ করা হবে;

৭.৪.৩ পোল্ট্রি বর্জ্যের জৈবসার এবং পরিবেশ-বান্ধব, স্বাস্থ্যসম্মত বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি উদ্যোগী হলে তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে;

৭.৪.৪ রপ্তানি সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে উৎপাদনকারীগণ যাতে HACCP (Hazard Analysis on Critical Control Point) এবং SPS (Sanitary and Phytosanitary) শর্তাদি পূরণ করতে পারে সে জন্য সরকার সহায়ক ভূমিকা পালন করবে;

৭.৪.৫ রপ্তানির উদ্দেশ্যে পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতকরণের জন্য সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা করা হবে। পশুসম্পদ অধিদপ্তর এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। রপ্তানির জন্য Organic পোল্ট্রি ও Low Cholesterol ডিম উৎপাদনে সহায়তা করা হবে; এবং

৭.৪.৬ পোল্ট্রিজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে সংগনিরোধ সুবিধা সৃষ্টি করা হবে।

৮.০ সম্প্রসারণ

৮.১ পারিবারিক/বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে পোল্ট্রি পালনকে আরো উন্নত ও টেকসই করার লক্ষ্যে বর্তমান সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে আরো জোরদার করা হবে। পশুসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের জনবলকে পোল্ট্রি বিষয়ে অধিকতর দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের ব্যবস্থা করা হবে। মাঠ পর্যায়ে পোল্ট্রি স্বাস্থ্যসেবা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে মাঠকর্মীসহ কর্মকর্তা নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৮.১.২ পারিবারিক/বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে পোল্ট্রি পালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য প্যাকেজ ভিত্তিক কর্মসূচী মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৮.১.৩ দেশব্যাপী প্রতি বছর পোল্ট্রি সপ্তাহ পালনের ব্যবস্থা নেয়া হবে; এবং

৮.১.৪ দেশব্যাপী খামারি পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রদর্শনী মডেল খামার স্থাপন করা হবে।

৮.২ পোল্ট্রি চিকিৎসা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ

৮.২.১ পোল্ট্রির মানসম্পন্ন ঔষধ ও টিকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা হবে । ঔষধ ও টিকার মান যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে একটি মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হবে;

৮.২.২ স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত খামারীদের সহায়তাদানের জন্য রোগ নির্ণয় সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে। পোল্ট্রি রোগ নির্ণয়ের আধুনিক সুবিধাসহ কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক রোগ নির্ণয় গবেষণাগার আধুনিকায়ন করা হবে। পর্যায়ক্রমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আধুনিক রোগ নির্ণয় গবেষণাগার স্থাপনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে;

৮.২.৩ পোল্ট্রি রোগের ইপিডেমিওলজিক্যাল কার্যক্রম জোরদার করা হবে এবং পোল্ট্রি রোগ সংক্রান্ত একটি ডিজিজ রিপোর্টিং সিস্টেম গড়ে তোলা হবে। রোগ সংক্রান্ত তথ্য পশু সম্পদ অধিদপ্তরের ইপিডেমিওলজি শাখায় সংরক্ষণ করা হবে। এ জন্য উক্ত শাখায় দক্ষ জনশক্তি নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৮.২.৪ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পোল্ট্রি রোগের সার্ভিলেন্স জোরদার করা হবে;

৮.২.৫ পোল্ট্রি রোগ দমনে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা জোরদার করা হবে। জীব নিরাপত্তা প্রটোকল খামারিদের অবহিত করা হবে;

৮.২.৬ সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য রোগ নিরূপণে গবেষণাগার স্থাপনে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা হবে। তবে গবেষণাগার স্থাপনের জন্য লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হবে এবং পশুসম্পদ অধিদপ্তর এ লাইসেন্স প্রদান ও বাতিলের অধিকার সংরক্ষণ করবে;

৮.২.৭ দেশে পোল্ট্রি ঔষধ ও টিকা উৎপাদন এবং উক্ত দ্রব্যাদির উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণায় সহায়তা প্রদান করা হবে;

৮.২.৮ হাঁস-মুরগী, পাখি আমদানির ক্ষেত্রে "রপ্তানীকারক দেশ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা মুক্ত" মর্মে রপ্তানিকারক দেশের যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সনদপত্র থাকতে হবে;

৮.২.৯ টিকাদানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হবে;

৮.২.১০ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নির্ণয় ও গবেষণার জন্য বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে High Security Poultry Disease Investigation Laboratory স্থাপন করা হবে;

৮.২.১১ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নির্মূলের জন্য দীর্ঘমেয়াদী বিশেষ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে; এবং

৮.২.১২ পোল্ট্রির আন্তঃসীমান্ত (Transboundary) রোগদমনে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা হবে।

৮.৩ মানবসম্পদ উন্নয়ন

৮.৩.১ পশুসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনস্থ Livestock Training Institute ও Veterinary Training Institute গুলোতে আধুনিক পোল্ট্রি পালন পদ্ধতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও খামারিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থাসহ আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে; এবং

৮.৩.২ বিভাগীয় কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও খামারিদের মাঝে পোল্ট্রি শিল্পকে অধিকতর লাভজনক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে ।

৮.৪ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

৮.৪.১ পোল্ট্রি শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পশুসম্পদ অধিদপ্তরের উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৮.৪.২ সরকারি কর্মকান্ডের মাধ্যমে পোল্ট্রি শিল্পে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিম্নের ছয়টি ক্ষেত্রে সরকার মুখ্য ভূমিকা পালন করবে এবং এ সকল বিষয়ে কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করবে ঃ—

(ক) গবেষণা

(খ) স্বাস্থ্য সেবা

(গ) সম্প্রসারণ

(ঘ) প্রশিক্ষণ

(ঙ) পরামর্শ ও সেবা প্রদান

(চ) তদারকি

৮.৪.৩ পোল্ট্রি সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম উন্নয়ন, সমন্বয় ও সম্প্রসারণ এবং জাতীয় পোল্ট্রিনীতির সফল বাস্তবায়নসহ সার্বিকভাবে পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টার নেতৃত্বে একটি পোল্ট্রি Advisory Committee গঠন করা হবে। উক্ত কমিটিতে সরকার, সরকার কর্তৃক নিবন্ধনকৃত পোল্ট্রি শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত এসোসিয়েশন, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এন.জি.ও এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্ব থাকবে; এবং

৮.৪.৪ পোল্ট্রি সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণ, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য নিয়মিত জরীপ কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮.৫ পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন

৮.৫.১ পোল্ট্রি গবেষণা উন্নয়নে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা হবে;

৮.৫.২ পারিবারিক ও বাণিজ্যিক পোল্ট্রি পালনের বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণাকে উৎসাহিত করা হবে;

৮.৫.৩ বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী উন্নত কৌলিক মানের পোল্ট্রি জাত উন্নয়নে/উদ্ভাবনে সরকারি এবং বেসরকারি যে কোন উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে;

৮.৫.৪ পোল্ট্রির স্বাস্থ্য ও গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার জন্য বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের জনবল ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে; এবং

৮.৫.৫ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, পশুসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এ্যান্ড এ্যানিম্যাল সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ভেটেরিনারি কলেজসমূহ, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের গবেষণা কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন করা হবে।

৯.০ মান নিয়ন্ত্রণ

৯.১ পোল্ট্রি বাচ্চা

৯.১.১ খামারিদের নিকট মানসম্মত বাচ্চা সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হবে। "এ" গ্রেডের একদিনের বাচ্চার বৈশিষ্ট্য হবে-

(১) সবল, সকল প্রকার শারীরিক ত্রুটি এবং রোগমুক্ত,

(২) চোখ উজ্জ্বল, নাভী শুকনা এবং

(৩) ন্যূনতম ওজন একদিনের সাদা লেয়ার বাচ্চার ক্ষেত্রে ৩৩ গ্রাম, লাল লেয়ার বাচ্চার ক্ষেত্রে ৩৪ গ্রাম ও ব্রয়লার বাচ্চার ক্ষেত্রে ৩৬ গ্রাম।

"বি" গ্রেডের একদিনের বাচ্চার বৈশিষ্ট্য হবে-

(১) সবল, সকল প্রকার শারীরিক ত্রুটি এবং রোগমুক্ত,

(২) চোখ উজ্জ্বল, নাভী শুকনা এবং

(৩) ন্যূনতম ওজন একদিনের সাদা লেয়ার বাচ্চার ক্ষেত্রে ৩০ গ্রাম, লাল লেয়ার বাচ্চার ক্ষেত্রে ৩১ গ্রাম ও ব্রয়লার বাচ্চার ক্ষেত্রে ৩৩ গ্রাম।

গ্রেডিং পদ্ধতি অনুযায়ী "এ" ও "বি" গ্রেডের বাচ্চা বাজারজাত করা যাবে। হ্যাচারি কর্তৃপক্ষ বাচ্চা সরবরাহের সময় প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান করবে।

৯.২ পোল্ট্রি খাদ্য

৯.২.১ আমদানিকৃত বা উৎপাদিত পোল্ট্রি খাদ্য, খাদ্য উপাদনের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দপ্তর/প্রতিষ্ঠান সংশিষ্ট আইন/বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং

৯.২.২ পোল্ট্রি খাদ্যে কোন প্রকার কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে না।

৯.৩ পোল্ট্রি টীকা ও ঔষধ

৯.৩.১ আমদানিকৃত বা উৎপাদিত ইনপুট যেমন ঔষধ, টিকা, রোগ নিরুপণের কিট, এন্টিজেন বা এন্টিবডির মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দপ্তর/ প্রতিষ্ঠান সংশিষ্ট আইন/বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং

৯.৩.২ মানসম্মত পোল্ট্রি সামগ্রী উৎপাদনের জন্য পোল্ট্রি খামারে বিভিন্ন ঔষধসহ এন্টিবায়েটিক ও প্রোবায়েটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। ঔষধের রেসিডুয়াল কার্যকারীতা পোল্ট্রিজাত সামগ্রীতে যাতে না থাকে সেই লক্ষ্যে Withdrawal period মেনে চলতে হবে।

১০.০ বিবিধ

১০.১ খামার স্থাপন, রেজিস্ট্রেশন প্রদান, খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পশুরোগ আইন, ২০০৫, উক্ত আইনের অধীন পশুরোগ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৮ এবং মৎস্য ও পশুখাদ্য অধ্যাদেশ, ২০০৮ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

বাঃসঃমুঃ-২০০৮/০৯-৪৭৭৯ কম(বি)—১,০০০ বই, ২০০৯।